রাখী

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

এম্ সি সরকার এণ্ড্ সন্স
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৩৩৩

প্রিণ্টার—বি, সি, শেঠ, বি, এ,
সেথ এণ্ড কোং প্রিণ্টিং হাউস,
৮২নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দক্ষিণ-করে

আমরা দুজনা দুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমার আমার মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

সূচী

এই কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৭—২৯ ও রচনাস্থল
ইউরোপ। পরে এগুলি রবীন্দ্রনাথের সংকেত
অনুসারে স্থলে স্থলে পরিমার্জ্জিত হয়।

রাখী

১

তুমি কি পারিলে রাখিতে ধরি'
হে সহচরি!
দুটি বাহু ঘিরে তীরে আঁকড়ি'
এ মোর তরী।
হায় রে অবোধ তটদেশিনী
সুনীল তমালতালীকেশিনী
তুমি কি পারিলে রাখিতে ধরি
এ মোর তরী
বেণীপাশে এরে বৃথা পাকড়ি'
হে সহচরী!

আঁখির মিনতি বাঁধিল না রে
ঘর-ছাড়া রে।
এ কাঠ হৃদয় কাঁদিল না রে
ছাড়িতে কারে?

রাখী

কূল ছেড়ে আজ চলে যে ভেসে
নাহি জানে কোথা থামিবে এসে
সাঁতারি পাথার কোন্ সে পারে
লভিতে কারে।
আঁখি জলে ভাসা সাজে কি তারে
ঘর-ছাড়ারে।

আজ ভেসে চলি কালের স্রোতে
মহাজগতে।
ঘাটে ঘাটে বাঁধা ঘটনা হতে
অকূল পথে।
আজ আমি চলি দুলে দুলে রে
মহা আকাশের কূলে কূলে রে
প্রতি দিবসের শাসন হতে
অ-কাল পথে।
দেশ ছেড়ে চলি বিরাট রথে
মহাজগতে।

যতদূর মম নয়ন যায়
সীমা কোথায়!
এরি কোলে ভানু জাগে ঘুমায়
তারা হারায়।

ঢেউ ফুটে ওঠে ঢেউ ঝরে গো
ফেণায় ফেণায় থরে থরে গো
বসন্ত নিতি তুলি বুলায়
দিক্‌-সিঁথায়।
সমীরণ নিতি বাঁশি বাজায়
"রাধা কোথায়!"

পুন কোন্‌ বনে পড়িব বাঁধা
নূতনা রাধা!
পুন কোন্‌ বনে বাঁশরি-সাধা
আবার কাঁদা!
পথের কোথাও শেষ কি আছে
পথিকের কোনো দেশ কি আছে
ঘরের বাঁধনে নাই কি বাঁধা
নাই কি কাঁদা!
সমাপিবে চির বাঁশরি-সাধা
সুচিরা রাধা।

২

তোমাদের তরে মিলনের গান গাই
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত !
তোমাদের সুখে সুখ মিলাবারে চাই
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত !
প্রিয়বাহুলীনা অয়ি তনু তনু-লতা
কানে কানে মৃদু সোহাগকূজনরতা
তোমারে নেহারি কী যে আনন্দ পাই
ওগো নব বধূ কেমন বোঝাবো কত
তোমাদের সুখে সুখ মলাবারে চাই
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত ।

তোমাদের বুকে চির মন্দার ফোটে
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত !
শরৎ শেফালী ঝরে হাসি-ঝরা ঠোঁটে
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত ।
আঁখিতে আঁখিতে চপলা পড়েছে ধরা
চরণ-ধূলায় মরণে মিলায় জরা
কর-কঙ্কণে বীণা ঝঙ্কারি' ওঠে
বক্ষস্তবক বসন্ত-অবনত ;
মলয়-গন্ধি সুরা তোমাদের ঠোঁটে
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত ।

রাখী

তোমাদের কেহ লক্ষ্মী লভিলে রণে
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত !
তোমাদের কেহ দু'মুঠা ভরিলে ধনে
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।
তোমাদের কেহ বাণীরে মানায়ে বশ
শ্বেত চন্দনে ললাটে আঁকিলে যশ
তোমাদের কেহ ঘরে ডাকি' জনে জনে
আপনা বিলায়ে দিলে দধীচির মতো
কোনো তথাগত একাকী চলিলে বনে
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।

তোমরা ধন্য তোমরা সফল ভাই
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।
সবার গর্ব্বে সকলের জয় গাই
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত !
পারিনি আপনি কুঁড়িটিরে ফুটাইতে
পরাভব শোক নিঃশ্বসে মোর চিতে
হে বন্ধু মম কিছু নাই কিছু নাই
হে বন্ধু আমি ব্যর্থতা লাজে নত।
তোমাদের সুখে সুখী হয়ে উঠি তাই
ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।

৩

পথের সাথী, পথেই মোদের দেখা
পথের বাঁকে মোদের ছাড়াছাড়ি।
বিদায় দেহ চলি এবার একা
অকূল পথে একেলা দিই পাড়ি।
পথের সাথী ক্ষম আমায় ক্ষম
চোখের কোণে জল জমেনি মম
অলস বাহু অধীর রাহু সম
ব্যাকুল নহে রাখ্‌তে তোমায় কাড়ি'
পথের সাথী, আমি কী নির্ম্মম
পথের বাঁকে হেলায় চলি ছাড়ি'।

পথের সাথী, চুকিয়ে দেছি কাঁদা
ফুরিয়ে আমার গেছে সকল চাওয়া।
হৃদয় আমার পড়্‌বে কিসে বাঁধা ?
হৃদয় যে মোর হাল্‌কা উদাস হাওয়া
পথের সাথী, এই হাওয়া সে কবে
পড়্‌ল লুটে বাঁশির ভীরু রবে
কোন্‌ বধিরায় ডাক্‌ল "হে বল্লভে"
না গেল তার তিলেক সাড়া পাওয়া !
পরম চাওয়া চাইতে গেলেম যবে
চক্ষে আমার মিলিয়ে গেল চাওয়া।

সাথী

পথের সাথী, কুসুম না ফুটিতে
আমার শাখে মুকুল গেল ঝরে।
আর ভাবিনে কখন অলক্ষিতে
আবার মুকুল ধরে কি না ধরে।
পথের সাথী, চল্‌তে কি মোর সাধ!
পদে পদে নাই কি অবসাদ!
বাহির জুড়ে পাতা ঘরের ফাঁদ
তবু আমার পা পড়ে না ঘরে।
পা'য় লেগেছে ব্যর্থ চলার স্বাদ
সেই সুখে মোর বুক রয়েছে ভরে।

পথের সাথী, বিদায় দেহ তবে
ক্ষমো তোমায় ভুল্‌তে যদি পারি।
তোমার স্মৃতি স্বপ্ন যখন হবে
স্বপ্নে হয় তো ঝর্‌বে আঁখিবারি।
পথের সাথী, ভুল্‌বো তোমায় বলে
হৃদয় মম কেমন যেন দোলে
হায় রে যে জন যাবেই যাবে চলে
বুকের বোঝা কেনই করে ভারি!
পথের সাথী, মর্ম্মে তবু জ্বলে
তোমার শিখা—তোমারো শিখা—নারি!

৪

নিত্য প্রাতে নয়ন পাতে লাগে নতুন আলো
নিত্য আমি নতুন বাসি ভালো
ওগো আমার আজ্‌কে প্রাতের নতুন দেখা ফুল
এই জনমের শতেক ভুলের শতেকতম ভুল
তোমায় ভালোবাসি আমি সত্য ভালোবাসা
একটি দিনের একটু কাঁদা-হাসা।

ওগো আমার নতুন দিনের নতুন মনোরমা
কেমনে বলি তুমিই প্রিয়তমা।
এই কাননের লক্ষকোটীর সকল ক'টি ফুল
আমার দুটি মুগ্ধ চোখে প্রত্যেকে অতুল
সবায় ভালোবাসি আমি সত্য ভালোবাসা
ভাগ করে নিই সবার কাঁদা-হাসা।

প্রিয়ে তোমায় বৃন্ত হতে ছিন্ন করে পাওয়া
এমনতরো নয়তো আমার চাওয়া
আমার চাওয়া নয়ন মেলে সূর্য্য যেমন চায়
রাঙিয়ে দিয়ে পাকিয়ে দিয়ে রিক্ত ফিরে যায়
তেমনি ভালোবাসি অমি সত্য ভালোবাসা
কাহারো তরে নাই নিরাশা আশা।

রাখী

নিত্য রাতে নয়ন পাতে মিলিয়ে আসে আলো
চিরন্তনে তখন বাসি ভালো।
সে আসে মোর তন্দ্রা ছেয়ে স্বপ্নদেশিনী
সেই কি দিনে এসেছিল ছদ্মবেশিনী ?
তাহারি পা'য় সঁপি আমার সত্য ভালোবাসা
নিত্য নব সব দুরাশা আশা।

৫

এ ধরণী কত সুন্দরী কত সুন্দরী
মানুষ সেও কী সুন্দর সে কী সুন্দর!
রূপসুধা পিই প্রাণ ভরি' দু'নয়ান ভরি'
আনন্দরসে উথলায় মম অন্তর।
দেশে দেশে সেই শ্যামল কোমল ঘাসগুলি
লতাদের কোলে ফুলেদের কচি হাসগুলি
পাখী উড়ে যায় তরুদের বাহুপাশ খুলি'
ছায়ায় শিহরে তটিনীর তট-প্রান্তর।
সেই যে ধরণী সুন্দরী সেই সুন্দরী
পরদেশে এত সুন্দর এত সুন্দর!

মানুষ সে যে কী সুন্দর সে কী সুন্দর
ভালোবাসা তার ভালো আহা কত ভালো।
মমতার রঙে রাঙা যে তাহার অন্তর
বাহির তাহার যত হোক সাদা কালো।
দেশে দেশে নারী তেমনি দোলায় চিত্ত
শিশুদের সনে চরণে জাগিছে নৃত্য
জীবন ছাপায়ে মাধুরী ঝরিছে নিত্য
প্রেমের আগুন মর্ত্ত্য করেছে আলো।
মানুষ সে যে কী সুন্দর সে কী সুন্দর
ভালোবাসা তার ভালো আহা কত ভালো।

সাক্ষী

এ জীবন কী যে নন্দিত কী যে নন্দিত

বেঁচে আছি বলে ধন্য রে আমি ধন্য।

মানুষ আমারে ভালোবেসে দেয় সু-অমৃত

ধরণী আমায় ভালোবেসে দেয় অন্ন।

দেশে দেশে মোর তেমনি মধুর বন্ধন

আরেকের তরে একেরে ছাড়িতে ক্রন্দন

যেথা যাই সেথা পাই প্রীতি অভিনন্দন

মরণেও বুঝি এ ছাড়া হবে না অন্য।

এ জীবন কত নন্দিত কত নন্দিত

জন্মেছি বলে ধন্য রে আমি ধন্য।

৬

এই ভরা যৌবনের ডালি
তোমার পায়ে রাখার আগে
হঠাৎ যদি মরণ এসে
একটি মুঠি ভিক্ষা মাগে
একটি মুঠি আয়ু আমার
পাত্রে তাহার দিব ঢালি'
তোমার তরে রইবে তোলা
এই ভরা যৌবনের ডালি।

এই ভরা যৌবনের ডালি
মরণে এর ক্ষয় কতটুকু ?
এক জনমের তেইশটি ফুল
নাই থাকে তো নাই বা থাকুক্
দিনে দিনে যা ভরেছি
একটি দিনে হবে খালি ?
কোন্ জন্মান্তরের ফুলে
ভরা এ যৌবনের ডালি।

দিনে দিনে যা পেয়েছি
যা ছিল মোর পাবার আশা
যা পেয়ে মোর মিট্‌ল না সাধ
—শতেকবারের ভালোবাসা—

সাথী

হঠাৎ যদি আজ্‌কে মরি
দেখ্‌বে সবই রেখে গেছি
কালের কোলে গেছি রেখে
যা পেয়েছি যা মেগেছি।

দিনে দিনে যা পেয়েছি
হোক্‌ না নিমেষেকের পাওয়া
যা ছিল মোর পাবার আশা
হোক না যুগান্তরের চাওয়া
মরার সাথে মরার তো নয়
যা সয়েছি যা হয়েছি
আয়ুর সাথে যাবার তো নয়
যা চেয়েছি যা লয়েছি।

আমার ধনের নাই তুলনা
চক্ষে আমার স্বপ্ন-মণি
যা হেরি তা স্বপ্ন হেরি
কালোর কোলে আলোর খনি
কুৎসিতে পাই রূপের দিশা
হাটের ধূলায় কুড়াই সোনা
দিনের আলোয় স্বপ্ন হেরি
আমার ধনের নাই তুলনা।

স্বাক্ষী

নামটা আমার বাঁচ্‌বে না রে
ময়ূরে পুড়ে আয়ুর চিতায়
এই ভরা যৌবনের ধনের
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি তায়!
আনন্দ মোর দুঃখে সুখে
এমনি রবে মৃত্যু-পারে
আমি তো ভাই রইব বেঁচে
নামটা আমার বাঁচ্‌বে না রে।

নামটা আমার বাঁচ্‌বে না রে
তোমার কানে পড়বে না সে
তোমার আসার আগেই যদি
আজ্‌কে হঠাৎ মরণ আসে।
তোমার পায়ে রাখার যা নয়
ভুলেই ধন্য কোরো তারে
তোমার তরে বাঁচ্‌বো আমি
নামটা আমার বাঁচবে না রে।

৭

বার বার আমি পথ ভুলে ভুলে
পথ খুঁজে মরি কত!
শূন্য-চারীর মতো।
অমা-আঁধারের গোলোকধাঁধায়
তারা খুঁজে মোর বেলা বহে যায়
প্রতি তারা যে গো নয়ন ভুলায়
ধ্রুবতারা পাবো কবে?
অন্য তারায় কী আমার বলো হবে!
দেয়ালি-রাতের এলোথেলো চুলে
কর বুলাইব কত!
অন্ধ স্বামীর মতো।

ঋতু-যুবতীর খোঁপাভরা ফুলে
ফুল খুঁজে মরি কত!
মুগ্ধ অলির মতো।
কোন্ ফুল ছেড়ে কোন্ ফুলে বসি
ভেবে ভেবে গেল সারাটি দিবসই
প্রতি ফুল যে গো অতুলা রূপসী
নিজ ফুল পাবো কবে
অন্য ফুলেতে কী আমার বলো হবে!
চির ফাল্গুনে পথতরু মূলে
বাসর যাপিব কত!
গৃহবিরহীর মতো।

রাখী

রূপ-সায়রের উপকূলে কূলে
নুড়ি কুড়াইব কত !
বিমনা ক্ষ্যাপার মতো ।
কত না পরশ পলে পলে পাই
নয় নয় বলে ঠেলে চলে যাই
পরম পরশ কবে পাবো ভাই
সাঁচা মণি পাবো কবে
অন্য মাণিকে কী আমার বলো হবে !
মাটীর ঘোমটা পদে পদে খুলে
আগুন খুঁজিব কত !
রূপখেয়ালীর মতো ।

ফুল্ল ধরার কাঁটা তুলে তুলে
আঙুল রাঙাব কত !
আত্মঘাতীর মতো ।
আমার ধরণী শ্যামা অপ্সরা
নাচে শিরে ধরি' শোভার পসরা
কোথা রে মৃত্যু কোথা তার জরা
এ দেখা দেখিব কবে ?
অন্য দেখায় কী আমার বলো হবে !
নৃত্যের বেদী শতবার ধু'লে
ধূলা লুকাইবে কত !
আয়ু শুধু হবে গত ।

স্বাক্ষী

বার বার আমি পথ ভুলে ভুলে

পথ খুঁজে মরি কত !

স্বপ্নচারীর মতো ।

সুন্দর এই স্বপনের মাঝে

সত্যের বাঁশি কত সুরে বাজে

কোন্ সুর ধরে যাবো বুঝি না যে

নিজ সুর পাবো কবে ?

অন্য সুরেতে কী আমার বলো হবে !

প্রভাতের আলো আঁখিপুট ছুঁলে

স্বপ্ন ঢাকিব কত !

মিথ্যাচারীর মতো ।

৮

মনের মানুষ মনেই থাকে
মিথ্যে তারে বাইরে খুঁজি'
শেষ করে দিই আয়ুর পুঁজি।
চোখের পাতায় যত্নে ঢাকি'
রাত্রে যারে গোপন রাখি
মধ্যদিনে পাতার ফাঁকে
মিথ্যে তারে বাইরে খুঁজি'
শেষ করে দিই আয়ুর পুঁজি।
মনের মানুষ মনেই থাকে
স্বপ্ন দেখি চক্ষু বুজি'।

আমার আপন সৃষ্টি সে জন
মনের মানুষ আমার একা
বাইরে কি তার মেলে দেখা!
আমার মনের স্তন্যরসে
তনু যে তার গড়্‌ছি বসে
মায়ের কোলে শিশুর মতন
মনের মানুষ আমার একা
বাইরে কি তার মেলে দেখা।
আমার আপন সৃষ্টি সে জন
গায়ে যে তার আমি লেখা।

রাখী

আমায় আমি বাইরে খুঁজি'
বাহিরকে হায় দেখ্‌নু না রে
দূরে দূরেই রাখ্‌নু তারে।
বিচিত্র তার চোখের চাওয়া
কেশের গন্ধ শাড়ীর হাওয়া
বিচিত্র তার পরশ বুঝি
বাহিরকে হায় দেখ্‌নু না রে
দূরে দূরেই রাখ্‌নু তারে।
আমায় আমি বাইরে খুঁজি'
নাই চিনিলাম বিচিত্রারে।

বাহিরকে তাই লবো যেচে
নাই হলো বা মনের মতো
হায় রে মনোহর সে কত!
এবার আমি রইনু আশে
আপন মানুষ কখন আসে
মন যে এত মর্‌ছে বেছে
মন কি আমার মনের মতো?
হায় রে মনোহর সে কত!
বাহিরকে তাই লবো যেচে
রইব না রে আত্মরত।

৯

হে লোভনে মোর লোভ নাই
নাহি যদি পাই ক্ষোভ নাই।
তুমি সুন্দরী তুমি সুধা
নয়নে আমার রূপ ক্ষুধা
চোখে চাই আমি বুকে চাই
সুখে চাই আর দুখে চাই!
তবু রাখি নাকো মিছে আশা
বচনে ঢাকিনা মনোভাষা
কারো তরে কোনো লোভ নাই
হারাই যদি তো ক্ষোভ নাই।

তুমি পথে আর আমি পথে
চকিতের মতো থামি পথে
চোখে ভরে লই যাহা পারি
কী যে রহস্য তুমি নারি!
কণা পরিমাণ কোনো মতে
খুঁটে খুঁটে লই দূর হতে।
সাথে সাথে চলা হাতে ধরা
নাহি যদি হয় নাহি ত্বরা।
বাঁকে বাঁকে ভরা বাঁকা পথে
কেন কারে ধরে রাখা পথে।

রাখী

হে শোভনে আমি সাধিব না
নাহি যদি পাই কাঁদিব না।
তুমি চঞ্চলা তুমি পাখী
সাধ যায় বুকে বেঁধে রাখি
বাঁধিবার তরে কী বেদনা
সকল অর্ঘ্য নিবেদনা!
তবু রাখিব না মিছে আশা
পাখীরে বাঁধিতে নারে বাসা।
বাঁধিবার তরে সাধিব না
বাঁধা নাহি পড়ো কাঁদিব না।

উড়িতে উড়িতে পাশাপাশি
নিমেষের ভালোবাসাবাসি।
বুকে ভরি' লনু যাহা পারি
কী অমৃতময়ী তুমি, নারি!
পলেক চাহনি তিল হাসি
বুকে বাজাইল সুখ বাঁশী!
এর বেশী পাওয়া অতি পাওয়া
নাহি যদি পাই নাহি ধাওয়া।
আকাশে আকাশে পাশাপাশি
এই ঢের ভালোবাসাবাসি।

১০

কত সাধনায় এলে যদি হায়
কেন এলে কেন এলে।
আমার সে মন গেছে বহুখন
আমার এ মন ফেলে।
সে আমি কি আর সেই আমি আছি
যৌবন মুখে ভেসে চলিয়াছি
যে ঘাটে তোমায় ডেকেছিনু হায়
সে ঘাট রহিল পিছে।
আজি এত দূরে আসি' বন্ধু রে
কত আসা হোলো মিছে!

কেন জানিলে না রজনীর চেনা
রজনী পোহালে বাসি।
ক্ষণিক জীবন প্রেম কতখন
বিফলে বাজাবে বাঁশী!
উতলা চরণ থির নাহি রহে
অভিসারিকার সুচির বিরহে
আপনি কখন ফিরে চলে মন
কুঞ্জ-বীথিকা হতে।
নিরাশার ব্যথা স্বপনের কথা
তলায় দিনের স্রোতে।

সারাদিন ভর কোথা অবসর
অতীতের কথা ভাবি !
নূতন রাতের সাথে আসে ফের
নূতন রাতের দাবী।
ভাঙা বাঁশী তুলি' লয়ে আর বার
করি প্রাণপণ ; হয়তো আবার
তেমনি নিরাশা আঁখি নিদ্‌নাশা
চুর করে দেয় হাসি।
ক্ষণিক জীবন প্রেম কতখন
বিফলে বাজাবে বাঁশী !

কেন করিলে না প্রণয়ের দেনা
হাতে হাতে পরিশোধ।
কেন খেলা ছলে করিলে সবলে
হৃদয় দুয়ার রোধ।
আঘাত আবরি' যে জন সরিল
আঘাত পাসরি' যে জন মরিল
ডাকো ডাকো ডাকো সাড়া পাবে নাকো
আমি তো সে জন নই
আমার মাঝে কে কবে গেল থেকে
ঠিকানা তাহার কই ?

স্বার্থী

আজি অকারণে জাগাও স্মরণে
কবেকার কত স্মৃতি।
স্মৃতি এলে ফিরে ফেরে কি সখি রে
হারানো দিনের প্রীতি!
প্রথম দেখার সে যে বিস্ময়
একই রূপ দেখা ত্রিভুবনময়
মৃগনাভি বুকে মৃগ সম সুখে
সে যে প্রেম বয়ে ফেরা।
এত দিন বাদ হলো তব সাধ
তারি অভিনয় হেরা।

ফোটাব কেমনে যুবার জীবন
কিশোরের কোকনদ!
কোকনদ পরে পড়িবে কী করে
কিশোরী-তুমি'র পদ?
বধিরা দেবীর প্রসাদ প্রারথী
পূজারী নিবায়ে গিয়াছে আরতি
সেদিনের ডাকে সাড়া দিলে যা'কে
আমি সে পূজারী নই।
যে পূজা থেমেছে আজি তার মিছে
হবো নাকো অভিনয়ী।

কত দাও খোঁচা বলি' "গেছে বোঝা
তোমার প্রেমের রীতি
যত না চপল ততোধিক খল
তোমার মুখের প্রীতি।
আজীবন নাহি রয় যে অপেখি'
আপনা-পাসরা সাঁচা প্রেম সে কি?
সে কি সুগভীর? সে কি অনধীর?
সে কি প্রেম? সে কি সোনা?
গেছে গেছে বোঝা তোমার সে খোঁজা
নিছক্ শিকারীপনা।"

বেশ তাই হোক মুছে ফেল শোক
আমারি যতেক ত্রুটী!
অক্ষমে ক্ষমা করো নিরুপমা
পলাতকে দাও ছুটী।
চিরটি জীবন এক ঠাঁই থেমে
করো তবে পূজা নিস্ফল প্রেমে
আপনা পরখি মিটাইয়ো, সখি
পর-বিচারের সাধ।
আজি শুধু ক্ষমা করো নিরুপমা
বিমুখের অপরাধ।

১১

সুখের দিনের গান গাই, আর
দুখের কথা ভাবি—
হাল্‌কা পাখায় নাম্‌বে যখন
বিষয় বোঝার দাবী
যখন তলার টানে
টান্‌বে ধূলার পানে
মেঘের ভারে শ্বস্‌বে আকাশ
বেলাশেষের তানে
তখন পাখী কর্‌বে কী !
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
দুঃখকেও বর্‌বে কি
সুখশেষের গানে ?

চপল সুরের গান গাই, আর
গভীর কথা ভাবি—
মুক্ত পাখায় ঘির্‌বে যখন
বাঁধা নীড়ের দাবী
যখন বাহুর টানে
টান্‌বে বুকের পানে
রঙে রঙে রাঙ্‌বে আকাশ
বেলা শেষের তানে
তখন পাখী কর্‌বে কী !

কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
বদ্ধ হৃদয় ভর্‌বে কি
মুক্তিশেষের গানে ?

সহজ হাসির গান গাই, আর
কঠিন কথা ভাবি—
চোখের পাথায় জম্‌বে যখন
চোখের জলের দাবী
যখন ভাঁটার টানে
লবে বিচ্ছেদ পানে
ফুলে' ফুলে' কাঁদবে আকাশ
বেলা শেষের তানে
তখন পাখী কর্‌বে কী !
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
আশার জীবন ধর্‌বে কি
প্রেমশেষের গানে ?

তরুণ প্রাণের গান গাই, আর
জরার কথা ভাবি—
অধীর পাথায় লাগ্‌বে যখন
ক্লান্তি কালের দাবী
যখন শিথিল টানে
টান্‌বে আরাম পানে

ত্রাখী

তন্দ্রালসে ঢুলবে আকাশ
বেলা শেষের তানে
তখন পাখী কর্‌বে কী!
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
যৌবনলোক গড়্‌বে কি
স্বপ্নশেষের গানে?

ক্ষণিক আলোর গান গাই, আর
ঝরার কথা ভাবি
তৃপ্ত পাথায় বাজ্‌বে যখন
স্নিগ্ধ সাঁঝের দাবী
যখন নিবিড় টানে
টান্‌বে ধরার পানে
আঁধার হয়ে আস্‌বে আকাশ
বেলা শেষের তানে
তখন পাখী কর্‌বে কী!
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
মুগ্ধ মরণ মর্‌বে কি
সর্ব্বশেষের গানে?

১২

আকাশের চাঁদ আকাশে থাকে
সে তো নাহি জানে কে তারে ডাকে ?
কাহার কণ্ঠে কিসের তৃষা
কে কোথা জাগিছে বিরহ নিশা
সে তো নাহি তার ঠিকানা রাখে
আকাশের চাঁদ আকাশে থাকে।

ধরার চকোর থাকি ধরায়
কারে চায় আর আঁখি ঝরায়।
এত দূর সে কি উড়িতে পারে
আপনি আসিবে কে তার দ্বারে !
যে আসে সে নয় যারে সে চায়
ধরার চকোর থাকে ধরায়।

আকাশের চাঁদ সে কি কাঁদে না ?
কারো কাছে নাই তারো কি দেনা ?
এত দূর হতে যায় না দেখা
তারো আঁখিপাতে কালিমা লেখা।
একা ঘুরে মরে ঘর বাঁধে না
আকাশের চাঁদ সে কি কাঁদে না ?

স্বাক্ষী

ধরার চকোর বোঝে না অত
আপনার কোণে আপনা রত।
কাঁদে আর সেই কাঁদার ফাঁকে
কেবল ডাকে সে কেবল ডাকে।
নাহি যায় শোনা দূর যে কত
ধরার চকোর বোঝে না অত।

১৩

কার চুম্বন কাহারে দিয়াছি
স্মরণ তো আর নাই।
আমি চুম্বন বাহী॥
একের অধরপুটে ধরিয়াছি
অপরের মদিরাই।
আমি চুম্বনবাহী॥
তুমি যদি, প্রিয়, সুখ পেয়ে থাকো
একটু অশ্রু ঢালো।
(তারে) এতটুকু বাসো ভালো।
যার জ্বালা নিলে তারে ভুলোনাকো
একটি সলিতা জ্বালো।
(তারে) এতটুকু বাসো ভালো॥

কাহার হৃদয় কাহারে দিয়াছি
সে আমার মনে নাই।
আমি অন্তর-বাহী॥
তার ভালোবাসা তোরে বাসিয়াছি
প্রাণ আকুলিছে তাই।
আমি অন্তর-বাহী॥
তুমি যদি, প্রিয়, মন নিয়ে থাকো
একটু বিমনা হও।
তার ব্যথা বুকে বও॥

সাথী

যার ধন নিলে তারে ভুলোনাকো
তার পরিচয় লও।
তার ব্যথা বুকে বও॥

কার পূজাটুকু কাহারে দিয়াছি
আমার স্মরণ নাই।
আমি উপচার-বাহী॥
একের চরণতলে আনিয়াছি
অপরের মালিকাই।
আমি উপচার-বাহী॥
তুমি যদি, প্রিয়, করে তুলে থাকো
বিলম্ব করো করো।
এতটুকু তারে স্মরো॥
যার মালা নিলে তারে ভুলোনাকো
তারে পরাইয়া পরো।
এতটুকু তারে স্মরো॥

কাহার আমারে কাহারে দিয়াছি
মনে নাই মনে নাই।
আমি যে আপনাবাহী॥
তার হয়ে আমি তোর হইয়াছি
প্রাণ উদাসিছে তাই।
আমি যে আপনাবাহী॥

রাখী

তুমি যদি, প্রিয়, মোরে পেয়ে থাকো
ছাড়া দাও ছাড়া দাও।
তাহারি মতো হারাও॥
যার সব নিলে তারে ভুলোনাকো
তার মতো বিতরাও।
তাহারি মতো হারাও॥

১৪

মুখখানি ভুলে গেছি ভুলিনি চুম্বন
হে অর্দ্ধবিস্মৃতা।
অধর নেহারে যবে অধর স্বপন
আঁখি ঝুরে বৃথা।
জীবনের আর পারে তুমি গেছ ভেসে
বাহিতে লাগিছ পথ দেশ হতে দেশে
আমার অধরে ওগো তোমার উদ্দেশে
আজো জ্বলে চিতা॥

তনুখানি ভুলে গেছি ভুলিনি চুম্বন
হে অর্দ্ধবিস্মৃতা।
অধরে জড়ায় যবে অধর স্বপন
বাহু ঝুরে বৃথা।
কবে তুমি এসেছিলে কবে তুমি গেলে
অলখিতে একবার কবে চুমি' গেলে
আমার অধরে ওগো কখন সাজিলে
আমার বনিতা॥

নামখানি ভুলে গেছি ভুলিনি চুম্বন
হে অর্দ্ধবিস্মৃতা ।
অধর নেহারে যবে অধর স্বপন
মন ঝুরে বৃথা ।
মধু মোরে দিয়ে গেছ কোন কুসুমের
আমার মন সে মিছে দিশা খোঁজে এর
আমার অধরে ওগো পদ্মিনী জনের
এ যে স্বাদান্বিতা ॥

১৫

চোখে চোখে কথা নয় গো বন্ধু
আগুনে আগুনে কথা
অবাক নয়নে মোরা চেয়ে থাকি
জ্বলে যায় চটুলতা।
তোমার চাহনি আমার চাহনি
এ কী নিগূঢ় দোঁহার দাহনি
ছাই হয়ে যায় চেতনা বেদনা
আকুলতা ব্যাকুলতা॥

মুখে মুখে কথা নয় গো বন্ধু
আগুনে আগুনে কথা
অবাক অধরে মোরা ছুঁয়ে থাকি
জ্বলে যায় মুখরতা।
তোমার পরশ আমার পরশ
এ কী নিগূঢ় দোঁহার হরষ
ছাই হয়ে যায় বাসনা যাতনা
অধীরতা মদিরতা॥

রাখী

বুকে বুকে কথা নয় গো বন্ধু
আগুনে আগুনে কথা।
অবাক অধরে মোরা রয়ে থাকি
জ্বলে যায় মত্ততা।
আমার মরণ তোমার মরণ
এ কী নিগূঢ় দোঁহার বরণ
ছাই হয়ে যায় নিঠুর নিলাজ
ক্ষুধালোল তপ্ততা॥

১৩

কেমনে কহিব   হৃদয়ে বহিব
তোমার আননখানি গো রাণি
তোমার আনন-ছায়া ?
ভালোবাসিয়াছি   হৃদয় দিয়াছি
তবু কি হৃদয় জানি গো রাণি
আপন হৃদয়-মায়া ?

সাধ যায় বলি   তোমার সকলি
সব তুমি নিয়ো নিয়ো গো প্রিয়
নিয়ো মোর নিয়ো মোরে।
আমারে ভুলায়ে   আমার কুলায়ে
আপনারে ভরে দিয়ো গো প্রিয়
রহিও পরাণ ভরে ।

সকল জীবন   করি' অর্পণ
মরণ বরণ মালা গো বালা
জনম জনম সঁপি।
ওই তব নাম   জপি' অবিরাম
জুড়াই মরম জ্বালা গো বালা
অনন্ত কাল জপি।

স্বাক্ষী

সাধ যায় তবু বলিব না কভু
বলিব না হেন বাণী গো রাণি
রহিব মৌন পারা।
ভালোবাসিয়াছি হৃদয় দিয়াছি
তবু কি আপনা জানি গো রাণি
আমি যে আপনা-হারা!

১৭

প্রথম কালের প্রিয়াটিরে হায়
কেহ তো রাখে না মনে
তেয়াগে কুঞ্জবনে।
নিশার স্বপন বাসি হয়ে যায়
মধ্যদিনের রণে
জীবন মরণ ক্ষণে।

কর হতে খসে বাঁশরি যখন
করপুটে আসে অসি
কেমনে রহিব বসি'।
রথের অশ্ব হলে উন্মন
সমরাঙ্গনে পশি'
বিদায় লই রূপসী।

কত না ঝঞ্ঝা কত না অশনি
কত যন্ত্রণা হানে
চির অশান্তি-বাণে।
চরণে চরণে অবসাদ গণি
মরণ-দলন প্রাণে
সংগ্রাম মাঝখানে।

রাখী

একাকী দিনের বেদনা বাসনা
একা একা যায় ভোলা
হৃদয়-দুয়ার খোলা।
কে হয়ে কখন পিপাসার কণা
দেয় ক্ষণিকের দোলা
তরঙ্গ-কলরোলা !

প্রথম কালের প্রিয়াটিরে হায়
কেমনে রাখিব মনে
যৌবন জাগরণে !
বনে যে বাঁশরি সাধিয়াছি, তা'য়
রাখিয়া এসেছি বনে
ভাঙা স্বপনের সনে।

১৮

চির সৌন্দর্য্যের মাঝে
আঁখি মোর যারই পানে চায়
সেই হাঁকে "বিদায়! বিদায়!"
এই গিরি এই বন
এই তরু এই তৃণ দল
ধরণীর এ অপূর্ব্ব স্থল
একটি পলকে মোর
যেই হলো নয়নের নিধি
অমনি কাঁপায়ে দিল হৃদি।
গিরি বলে বন বলে
তরু বলে তৃণ বলে, "হায়!
আঁখি হতে বিদায় বিদায়!
এই যে প্রথম দেখা
দোঁহাকার এই দেখা শেষ!"
এই মতো প্রতিটি নিমেষ!
আদিকাল হতে শুধু
রূপে রূপে আঁখি অভিসারী
প্রাণ তবু রূপের ভিখারী।
মিলনের চারি চোখে
জ্বলে যেন মিলনের চিতা
যত চাই তত চাই বৃথা।

প্রার্থী

চির আনন্দের মাঝে
চলিয়াছি রজনী দিবস
তবু মোর অন্তর বিবশ।

ভালো যাহাদের বাসি
একে একে তা'রা রয় সরে'
একা চলি লোক-লোকান্তরে।

একটি পলকে যারে
প্রাণ চেনে মন বলে, "এই"—
বুকে লয়ে দেখি বুকে নেই।

মাতা বলে ভ্রাতা বলে
জায়া বলে শিশু বলে, "হায়!
কোল হ'তে বিদায় বিদায়!

এই যে প্রথম প্রেম
দোঁহাকার এই প্রেম শেষ।"
এই মতো নিমেষ নিমেষ।

জন্মক্ষণ হতে শুধু
জনে জনে ক্ষণে ক্ষণে পাওয়া
ফেলে ফেলে ভুলে ভুলে যাওয়া।

মিলনের বাহুপাশে
কোথা যেন আছে কোন ফাঁকি
যত পাই তত পাওয়া বাকী।

১৯

আমার মনের মেঘ
নেমে গেছে আকাশের দিকে
লতায়েছে পর্ব্বত চূড়ায়।
সকলের উর্দ্ধে আমি
চলিয়াছি নিমিখে নিমিখে
পূর্ণতা হইতে পূর্ণতায়।
শত লক্ষ দুঃখ মোর
পক্ষ লয়ে ছেয়েছে অম্বর।
সেই মেঘে ঢেকে গেছে আলো।
স্বচ্ছোদ হ্রদের মুখে
লেখা মোর স্বচ্ছন্দ অন্তর।
—ওরা মোর হৃদয় জুড়ালো;
ওরা মোর ভার নিল
পথিকের বোঝা নিল তুলে—
ও আকাশ ওই যে পর্ব্বত।
আমার চরণ হতে
শ্রান্তি নিল ভ্রান্তি নিল খুলে
শুভ করি' দিল মোর পথ।
শ্যামল কোমল দূর্ব্বা,
ধেনু চরে, পাখী করে খেলা,
নিরালায় ঝিমায় কুটীর।

প্রার্থনা

ধরণীর এক প্রান্তে
হেথায় অলস কাটে বেলা
ত্বরা নাই দিন রজনীর।
এই থানে রেখে যাই
কালিকার যতেক বেদনা
অতীতের যতেক সঞ্চয়।
এরা ভালোবাসি' লবে
আমার রক্তের প্রতি কণা
এর হবে আরো শোভাময়।
পূর্ণতা হইতে মোরে
মুক্তি দেবে পূর্ণতার পথে
পথিকের মিত্র এরা সব।
আমার সর্ব্বস্ব লয়ে
আমারে বসায়ে দিলে রথে
ধন্য হবে ধরার উৎসব।
মরণে মরণে আমি
প্রতি দিন নামাইব মেঘ
আঁখি হতে হানিব বরষা।
এই মৃত্তিকার মর্ত্তে
ঢেলে ঢেলে স্বর্গের আবেগ
বার বার করিব সরসা।

২০

তোমরা দাঁড়ায়েছিলে রহিলে দাঁড়ায়ে
আমি ছুটে এসেছিনু চলিনু ছাড়ায়ে।
হে অচল হে অটল হে মৌন পাষাণ
তোমরা জুড়িয়া রহ শূন্যের শ্মশান!
মেঘ-ধবলিত জটা ওগো বনস্পতি
তোমরা করহ তপ স্থিরমনা যতি।
আমি সূর্য্যসুত, আমি দুরন্ত যৌবন
এই শ্যামা অপ্সরার রাখি নিমন্ত্রণ।
আমারে ভুলাবে বলে কত এর ছলা।
সব হেরি লবো তাই অবিশ্রান্ত চলা।
আমার ভেঙেছে ধ্যান লাগিবার আগে
বল্কল গিয়াছে খসি' পরম বিরাগে।
মোর তরে নহে নহে অন্ধ বিভাবরী
আমি চলি সারা পথ রৌদ্র হাতে করি।
আমি সূর্য্যসুত, আমি জ্বলন্ত যৌবন
আমারে দিয়াছে ডাক সর্ব্ব প্রলোভন।
এই রূপসীর সরে'-সরে'-যাওয়া বাস
আঁখির চুম্বন যাচে আমার সকাশ।
তাই আমি এসেছিনু চলিনু ছাড়ায়ে
তোমরা দাঁড়ায়েছিলে রহিলে দাঁড়ায়ে।

২১

ছুটেছি পর্ব্বত পৃষ্ঠে আমরা ক'জন
সাথে সাথে ছুটিয়াছে অতল মরণ।
হয় তো এখনি হবে জীবনের শেষ
চকিতে করিবে সীতা পাতাল প্রবেশ।
জীবনের মরণে মাঝখানে কাঁপে
মুহূর্ত্ত একটি মাত্র। তবু কী প্রতাপে
আমরা চালাই রথ! আমরা উদ্দাম,
সেটুকু মুহূর্ত্ত নাই মোদের বিশ্রাম।
কোথা মরণের ভয়? মোরা হেসে খেলে
ছুটিছি দুর্গম পথ অতি অবহেলে।
হে তাপস, কার লাগি' কর তুমি শোক!
আমরা এ জগতের কোটি কোটি লোক
কাহারো তো কোনো দুঃখ নাই? আমরা যে
থামিব না জীবনের মরণের মাঝে
একটিও সামান্য নিমেষ, সেই দুখে
দুঃখ হলো বনবাসী। তপস্বীর বুকে
দুঃখ সে লভিল গুহা, রহিল একাকী
জগতের পানে তার মুদি' দিয়া আঁখি।
মোরা কোটি কোটি প্রাণী চলি হেসে খেলে
সূর্য্য তারকার মতো অতি অবহেলে।
সাথে চলে অপার শূন্যতা, মোরা তবু
কোনো খানে মধ্যপথে হারাবো না কভু।

২২

এ তো মিথ্যা নয়
মন মোর ছড়ায়েছে ত্রিভুবনময়।
তাই বাসি ভালো
হ্রদের মুকুর পরে পর্ব্বতের কালো।
বনানীর শ্যাম
নিবিড় অঞ্জন সম নেত্রের আরাম।
ওই যে প্রপাত
বাঁধিয়াছে আকাশের অবনীর হাত
সেও মোর প্রিয়।
আঁখিতে বাঁধিয়া দিল কিসের রাখী ও?
বিহঙ্গের মেলা
জলের বুদ্‌বুদসম জলে করে খেলা।
তা'রা মোর চিতে
এক হয়ে মিশে গেছে একই শোণিতে।
আর ওই তরী
আলস্যমন্থর সুখে চলেছে সন্তরি'
সেও মোর প্রাণ!
নহিলে আমার প্রাণে কেন জাগে গান?
কেন লাগে নাচ?
আছি গো আছি গো বন্ধু সকলের কাছ।

সাক্ষী

নহে, মিথ্যা নহে
সবার আসঙ্গ লভি সবার বিরহে !
যদি ভুলে যাই,
কাল যদি মনে নাহি রয় এই ঠাঁই,
তবু জানি স্থির
সব ঠাঁই ব্যাপিয়াছে আমার শরীর।
আমার অজ্ঞাতে
যেথায় যে-কেহ আছে আমি আছি সাথে।

২৩

দস্যু হরি' লয় ধন
তার তরে আছে কারাগার
আমি হরে লই শোভা
মোরে দণ্ড কী দিবে ইহার!
ওগো দণ্ডধর,
আমি পরাক্রান্ত দস্যু
ধরা দিতে নাহি মোর ডর।

এ রাজপুরীতে মম
আঁখি দুটি দু'মুঠা ভরিল
কত দীর্ঘকার নীলা
ভূধরের রজত হরিল।
তবু ক্ষান্তি নাই—
যত পাই তত মোর
বাড়িয়া চলিছে দুরাশাই।

তুমি রাখিয়াছ খোলা
তোমার এ ভাণ্ডারের দ্বার
তারি হতে আমি দস্যু
আমি লভি ঐশ্বর্য্য আমার।
দিনে দিনে দিনে
আপন বৈভব অর্জ্জি
তোমার অজস্রতম ঋণে।

রাখী

ভক্ত দিয়ে যায় পূজা
তার তরে আছে পুরস্কার।
আমি দিয়ে যাই প্রেম
মোরে মূল্য কী দিবে ইহার।
ওগো মহারাজ,
আমি অযাচক ভক্ত
মোরে মিথ্যা নাহি দিয়ো লাজ

এ রাজপুরীতে মম
আঁখি হতে যে সুধা ক্ষরিল
তুষারে সে দিল তাপ
তৃণ মূলে আরো স্তন্য দিল।
সে যে কত ঠাঁই
কত চিহ্ন রেখে গেল
আমি তার কিছু জানি নাই।

আমি রাখিয়াছি খোলা
আমার এ হৃদয়ের দ্বার
তারি হ'তে যত পারো
তুমি লও পূজা আপনার।
দিনে দিনে দিনে
আপনারে প্রিয় করো
আমার অজস্রতম ঋণে।

২৪

এবার এসেছি নরলোকে। এও ভালো।
প্রকৃতি ভুলায়েছিল মানব ভুলালো।
আমি মানবের কবি। এই তো আমার
আপনার দেশ। এই মোর তপস্যার
উদার অরণ্য। অশান্ত জনতা লয়ে
এর নির্জ্জনতা শান্তি আনে এ হৃদয়ে।
যেথা যাই আপন জনের দেখা পাই।
ওরা যেন প্রতীক্ষিয়াছিল পথ চাহি'
আমাকেই! চলি যবে, ওরা সাথে চলে।
আমারে শুনাতে কথা শত কণ্ঠে বলে
শত কানে। অসম্বৃতা এ মহানগরী
এর অঙ্গময় কত কৃষ্ণ তিল ধরি'
এমন সুন্দরী! আমার এ তপোবনে
এই যেন মেনকা দাঁড়ায়ে কাল গণে
ক্লান্তমুখী আকুল লোচনা। ইঙ্গিতেই
ঢলিয়া পড়িবে বক্ষে, দ্বিধালেশ নেই!
সব ভালো লাগে হেথা—যত মিথ্যা কাজ;
যে বিপুল ব্যস্ততায় জীবনের মাঝ
মৃত্যু করে আনাগোনা, স্মৃতি দেয় মুছি';
যত অশুচিতা ক্রমে হয়ে ওঠে শুচি
আপনারে ধুয়ে মেজে; যত ক্রূর প্রেম

ভস্ম করে ধরিত্রীর বক্ষ-চেরা হেম
বিনিদ্র উৎসব কক্ষে নির্ল্লজ্জ তাণ্ডবে ;
যে নিপ্প্রেম দৈন্য বয়ে গৃহহারা সবে
শীতে কাঁপে ভিক্ষা হাঁকি' ; যত তুচ্ছ ছল
কপোলের রঙে ঢাকা যত অশ্রু জল ;
অধরের রঙে আঁকা যত মিথ্যা হাস ;
ভুরূ যুগ আকর্ণিয়া যে নেত্র বিলাস ;
মুখখানি কাছে আনি' যত চাটু কথা ;—
ভালো লাগে মানবের সব দুর্ব্বলতা।
আমি মানবের কবি ; এই তো আমার
নায়ক নায়িকাগুলি ঘিরে' চারিধার।
ইহাদের ভালবেসে হেরি দিন যামী
তৃপ্তিহীন অনিমেষ। পুণ্য এই নরলোক
আমার তপস্যা লয়ে পুণ্যতর হোক।

২৫

আমি যখন চলি যখন চলি
ডাইনে বামে বিশ্ব চলে সাথে।
বাতাস সে দেয় পথের দিশা বলি'
আকাশ এসে হাতটি মিলায় হাতে
হাতছানি দেয় চন্দ্র তপন তারা
এই জনারি সঙ্গ কাঙাল তা'রা
তাদের চলা আমার চলা বিনে
শূন্যপথে কখন যেত থামি'।
বিশ্বজগৎ চালাই রাত্রে দিনে
সবার সঙ্গে চলি যখন আমি।

যখন আমি থামি যখন থামি
পৃথ্বী আমার জড়িয়ে ধরে পা'য়।
সেই সোহাগীর আলিঙ্গনে আমি
মরণ সুখে রই যে বাঁধা হায়।
আসন করে সবুজ আঁচল খানি
আধ-আঁচরে সঙ্গে বসায় রাণী
তাহার বসা আমার বসা বিনে
সবুজকে যে কর্‌তো কখন ধলা।
যৌবনেরে বাঁচাই মরণ দিনে
যখন আমি থামাই আমার চলা।

———

২৬

এই সৃষ্টি অতুলা সুন্দরী
আমি এর প্রিয়।
এই পৃথ্বী উর্ব্বশী অপ্সরী
অনির্ব্বচনীয়।
কোটী যুগ কোটী কল্প ধরি
এই সৃষ্টি এমনি সুন্দরী
কোটী যুগ কোটী কল্প ভরি'
আমি এর প্রিয়।
এই পৃথ্বী উর্ব্বশী অপ্সরী
অনির্ব্বচনীয়।

আমি আছি তাই তো এ আছে
আছি দুই জনা।
এত মোরে ভালোবাসিয়াছে
শ্যামা সুরাঙ্গনা।
অরুণ সিঁদুর পরিয়াছে
আমি আছি তাই সতী আছে
নীলিম শূন্যতার মাঝে
আছি দুই জনা।
এত মোরে ভালোবাসিয়াছে
শ্যামা সুরাঙ্গনা।

সাথী

এক খানি স্বপনের মতো
দু'খানি জীবন।
মরণে মরণে অব্যাহত
গাঢ় আলিঙ্গন।
কে জানে রে কাল যায় কত
একখানি স্বপনের মতো
পাশাপাশি ঘন তন্দ্রাহত
দু'খানি জীবন
মরণে মরণে অব্যাহত
গাঢ় আলিঙ্গন।

ওগো শুধু তুমি আর আমি
আর নাহি কেহ।
একা মোরা নারী আর স্বামী
রচিয়াছি গেহ।
ভরিয়াছি দিবা আর যামী
ওগো শুধু তুমি আর আমি
কোনো খানে কেহ নাই থামি'
আর নাহি কেহ।
একা আছি সখী আর স্বামী
বিরচিয়া গেহ।

২৭

ব্যথার ব্যথী গো, বেদনা আমার
তুমি কি পারিবে বুঝিতে !
আমি যে রয়েছি এই অমরার
অমৃত রতন খুঁজিতে।
মধুর জীবন মধুর মরণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যুগল চরণ
দুটি মুঠি মোর করেছি ভরণ
দুঃখ সুখের পুঁজিতে।
তবু পাই নাই অমৃত রতন—
এ ব্যথা পারিবে বুঝিতে !

ব্যথার ব্যথী গো বেদনা আমার
তুমি কি পারিবে দূরাতে !
আমি যে রয়েছি এই অমরার
সুধা ভাণ্ডার পূরাতে !
বিতরি গীতিকা বিলাই গন্ধ
ছবির সঙ্গে মিলাই ছন্দ
যে দিকে ছড়াই যত আনন্দ
অঞ্জলি নারি ফুরাতে।
তবু দিই নাই সুধা অমন্দ—
এ ব্যথা পারিবে দূরাতে !

রাখী

ব্যথার ব্যথী গো, বেদনা আমার
তুমি কি পারিবে বহিতে !
আমি যে রয়েছি বিশ্বজনার
আত্মীয়তম হইতে।
আকুল করেছে অন্তর মম
কোটী প্রেমিকের আশা নির্ম্মম
তরঙ্গদলে চন্দ্রমা সম
মিনতি যে নারি সহিতে
তবু হই নাই আত্মীয়তম—
এ ব্যথা পারিবে বহিতে !

ব্যথার ব্যথী গো, বেদনা আমার
তুমি কি পারিবে বাড়াতে !
আপনি রয়েছি আমি আপনার
বেদনার সীমা ছাড়াতে।
করে তুলে লই কর বন্ধন
বুকে সকলের সব ক্রন্দন
নিখিলের তরে তন মন ধন·
চলি যে হারাতে হারাতে।
তবু রচি নাই নন্দন বন—
এ ব্যথা পারিবে বাড়াতে !

২৮

বাজায়ে বাজায়ে যৌবন জয় শাঁখ
মরণে দিয়াছি ডাক।
কভু আতঙ্কে দুর্ভাবনায়
কভু অপরের শুভ কামনায়
কভু আনন্দে কভু বেদনায়
বাজায়ে বাজায়ে শাঁখ
মরণে দিয়াছি ডাক।

বলেছি বলেছি এসো হে অচেনা মিতা
জ্বালাতে অকাল চিতা।
যেতে আমি তিল বিলম্ব করিব না
বিলাপে প্রলাপে গগন বিদরিব না
রেখে নাহি যাবো চরম চিহ্ন কণা
এসো হে অচেনা মিতা
জ্বালাতে অকাল চিতা।

ভালোবাসি আমি প্রাণপণে বাসি ভালো
প্রাণের প্রদীপে আলো।
ভালোবাসি মোর প্রতি কান্না ও হাসি
মান অপমান কলঙ্ক রাশি রাশি
ভালোবাসি মোর শর্ত ভালোবাসাবাসি
প্রাণভরে বাসি ভালো
প্রাণের প্রদীপে আলো।

রাখী

দাও যদি দেবে নিবায়ে সে আলোটুক
দেখি সে কেমন সুখ।
সে কেমন সুখ—নিমিষে নিবিয়া যাওয়া
ছুঁয়ে যাবে যবে একটি ফুঁয়ের হাওয়া
হাতে হাতে পাবো সব চাওয়া সব পাওয়া
নিবাও এ আলোটুক
দেখি সে কেমন সুখ।

অথবা ইহাতে অনল আহুতি দেবে
পূর্ণ করিয়া নেবে।
দীপ্ত শিখায় জ্বলে যে প্রদীপ খানি
তৃপ্ত তাহারে করিবে চিতায় আনি
অনলোৎসবে তারে বুভুক্ষু মানি'
অসীম অনল দেবে
তৃপ্ত করিয়া নেবে।

বাজায়ে বাজায়ে যৌবন জয় শাঁখ
মরণে দিয়াছি ডাক।
বলেছি কখন আসিবে শীতল জরা
তখন আমার কী হবে কী হবে মরা
সে লজ্জা হতে বাঁচাও আমারে ত্বরা
বাজায়ে বাজায়ে শাঁখ
মরণে দিয়াছি ডাক।

২৯

তোদের জগতে দিন আসে যায়
পূরবের হাসি পশ্চিমে ভায়
গৃহ কাজ সারি' কবরী এলায়
তারকিত কুন্তলা।
জন কলরোল তালে তালে বাজে
জীবন মরণ পারাবার মাঝে
প্রেম বাহিরায় অভিসার সাজে
যৌবন উচ্ছলা।
খোঁজ নাহি রাখি আমি সে সবার
আমার জগতে আমি একা, আর
সারা বেলা জুড়ে একেলা আমার
খেলা ঘর গেঁথে চলা।

খসে পড়ে ইট ধ্বসে পড়ে ছাত
ভিৎ নড়ে নড়ে ওঠে অচিরাৎ
গড়িতে গড়িতে বেঁকে যায় হাত
এক আর হয়ে ওঠে।
ক্লান্ত দু'বাহু পাশে মুরছায়
বুক নিঃশ্বসে ঘন নিরাশায়
কত কল্পনা মিছা হয়ে যায়
শিলাপটে নাহি ফোটে।

তবু এক মনে বসি' এক ঠাঁই
ইটের উপরে ইট গেঁথে যাই
নাহি অবসাদ অবকাশ নাই
সমাপ্তি নাহি জোটে।

জানিনা কখন দিন আসে কি না
আলো সুরে কাঁপে আঁধারের বীণা
আমার লোচনে জাগরণ-জিনা
মায়া-অঞ্জন মাখা।
নিদ নাই শুধু স্বপনে স্বপনে
খেলাঘর রচা চলেছে গোপনে
কত যে কল্প কাটিল এমনে
আঁখি-পল্লব ঢাকা।
শ্রবণে পশে না হাসি ক্রন্দন
যেন এ ত্রিলোক নিঃস্পন্দন
অপেখিছে মম মনোমন্থন
সুধা কবে হবে ছাঁকা।

প্রলাপের মতো কারা গরজায়
বাজীকর সম আসি তরজায়
নাটবেদীপরে আসে আর যায়
বহুরূপী অভিনেতা।

শিশু ভুলাইয়া লুঠি' করতালি
ওরা ভাবে ওরা রবে চিরকালই
শ্মশান মশাল দিকে দিকে জ্বালি'
ওরা ভাবে ওরা জেতা।
যুগে যুগে কর হানি' মোর দ্বারে
স্বপন আমার টুটাইতে নারে
চকিতে মিলায় বিস্মৃতি পারে
সত্য দ্বাপর ত্রেতা।

কবে হবে দিন পাবো তার দেখা
যার লাগি আমি রাত জাগি একা
অন্তরাকাশে অরুণাভ-রেখা
উজলি' উঠিবে কবে।
গাঁথা খেলাঘর ঝলকি' ঝলসি'
কবে সে জ্বলিবে অচলা উষসী
আমার মানসী আমার রূপসী
আমাতে উদয় হবে।
আমারে ছাপায়ে আমার টুটায়ে
আমার অমিয়া পড়িবে লুটায়ে
ত্রিভুবন আসি' তিয়াষা মিটায়ে
প্রাণমন ভরি' লবে।

আমার সৃষ্টি আমারে মোহিয়া
আপনারে দিয়া সবারে শোহিয়া

রাখী

খেলাঘর খানি নিশেষে দহিয়া
বাহির হইবে না কি ?
লোক হতে লোকে যাবে না কি উড়ে
রবি শিখা সম দূর হতে দূরে
আমারে লইবে পুর হতে পুরে
আপন বক্ষে ঢাকি' ।
তোদের জগতে দিইনি আমারে
দিয়ে যাবো মোর তিলোত্তমারে
যুগ হতে যুগ চলিবে একা রে
সথারে আড়াল রাখি' ।

৩০

আমি স্রষ্টা, আমি বুঝি বেদনা তোমার।
ওগো স্রষ্টা, এই সৃষ্টি মোদের দোঁহার
চির বেদনার লীলা। আমরা দু'জনা
দুই ঠাঁই গড়ি বসে একই খেলনা।
বাসনার রুদ্ধবাষ্প চিত্ত বিদারিয়া
অঙ্কুরি' পল্লবি' ওঠে। প্রসবার্ত্ত হিয়া
নভোনীল হয়ে রয় তবু বাষ্পাকুল।
যত ফুল ফুটাইতে চায় তত ফুল
ফোটে না তো? তারা নীহারিকা থেকে যায়!
সেই সব আকাশ কুসুম লয়ে, হায়,
আমরা সতত পূর্ণ। কোটি সম্ভাবনা
কোনো মতে বাষ্প হতে ফুল হইল না,
রহে গেল জনম এড়ায়ে। এ যে ব্যথা,
তোমার আমার এ অপূর্ণ সম্পূর্ণতা,
কারে ক'বো? কে শুনিবে? ওই যারা হাসে,
ওই যারা কাঁদে, ওই যারা অবিশ্বাসে
মাথা নেড়ে যায়, ওরা কভু জানে না তো
একটি কুসুমশিশু রহিলে অজাত
কী অক্ষম বাসনায় মোরা মরে যাই!
ওগো স্রষ্টা, সে মৃত্যুর তুলা নাই, নাই!
সে মৃত্যুর শেষ নাই। নীল বাষ্পাকুল

স্রাষ্টা

এই যে আকাশ, এ শ্মশানে কোটী ফুল
দগ্ধ হয় অজাত অ-মৃত। সে দাহনি
অনুক্ষণ বক্ষে বহি' দিতে হয় গণি'
যে কটি কুসুম, সেই কটি দুর্ল্লভ খেলনা
অনুক্ষণ ভাঙি গড়ি আমরা দু'জনা।
'ওগো স্রষ্টা, এ বেদনা নয় বোঝাবার ;
আমি স্রষ্টা, তাই বুঝি বেদনা তোমার।

৩১

যখন আমি সৃষ্টি করি
আপন রবি আপন তারা
আপন প্রাণের আগুন হতে
বৃষ্টি করি উল্কা ধারা
যখন আমার বক্ষতটে
পুলক-ভূমিকম্প ঘটে
দীর্ঘশ্বাসের ঝড় ডেকে যায়
আঁখির অথির সাগর সারা
তখন ওগো স্রষ্টা তোমার
দুঃখ সুখের পাই কিনারা।

তখন তোমার সঙ্গ লভি
বিশ্বহিয়ার হে একাকী
তোমার চরণপাতের সাথে
চরণপাতে ছন্দ রাখি।
তোমার হাতে হাতটি ভরে'
তখন চলি কালের পরে
শিশুর মতো খেলার সুখে
থাম্‌তে থাকি চল্‌তে থাকি।
সৃষ্টি আমার ছায়ার মতো
পিছনে রয় ধূলায় ঢাকি'।

৩২

এ বিশ্ব যেমনি হোক
এরে আমি করিনু স্বীকার
লইনু আপন হাতে
এর রাজ সিংহাসন ভার।
আর মোর খেদ লেশ নাই
যা লয়েছি বুঝে লবো তাই।

এ যদি দুঃখের হয়
সে আমার গোপনীয় দুখ
অজানা কাঁটার মতো
বুকে থাক্ চির জাগরূক।
তারে অপসারিবার নয়
তারি সাথে জাগুক হৃদয়।

মনোমতো নাহি হলে
কার সনে করিব কলহ?
আমার আপন সৃষ্টি
কেন হবে আমার অসহ?
বন্ধ-হারা ছন্দপাতান্বিতা
আমারি এ অবাধ্য কবিতা

স্বাস্থ্য

উচ্ছ্বসিত বাক্যসম
তারা-সূর্য্য ধায় চারিভিতে
সেই সব পলাতকে
কেমনে বাঁধিব মহাগীতে
সেই মম নিগূঢ় ভাবনা
আমারে রাখুক একমনা।

কী কাম মৃত্তিকা মথি'
উল্লাসি' উন্মাদি' অরণ্যানি
কুসুম প্রসবি' যায়
সে বারতা কেমনে বাখানি?
দুর্ব্বার কামনাখানি মোর
নীরবে ঝরাক চির লোর।

এ বিশ্বের বিশ্বকর্ম্মা
তাঁরে মম কোটী নমস্কার
তাঁর গড়া সিংহাসন
স্ববীর্য্যে করিনু অধিকার।
তাঁর বাক্য তাঁর মনস্কাম
নিজ বক্ষে আমি ধরিলাম।

৩৩

আমার লেগেছে ভালো
পরিপূর্ণ এ বিশ্ব সংসার
যেন কোন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
সর্ব্বধনাধার।

যাহা চাই তাও আছে
যাহা নাহি চাই আছে তাও
অকুলান নাই তো কোথাও
নাই অযথাও।

যত দুঃখ যত সুখ
চেয়েছি পেয়েছি অবিরত
ভাবনা যাতনা যত শত
সবি মনোমতো।

সুন্দরে কুৎসিতে মিশা
ছবিখানি নিখুঁৎ রচনা
এর বাড়া আমি পারিব না
এ যে অতুলনা।

অর্থ বুঝি নাই বুঝি
সবিস্ময়ে করি নেত্রপাত
শ্রদ্ধাভরে জোড় করি হাত
করি প্রণিপাত।
